দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JAN 1993
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

# বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষার কিছু সমস্যা

বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যার অন্ত নাই। তবু কিছু সমস্যা অতিশীঘ্র সমাধান না হইলে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি বা জটিলতা দেখা দিবে এবং ইহার ফলাফলও ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সমস্যাগুলি হইল :

(১) সরকারী ঘোষণা অনুসারে আসন্ন এস, এস, সি প্রতি বিষয়ের ১০০ নম্বরের (গণিত ও উচ্চতর গণিত ব্যতীত) পরীক্ষা '৯২ সনের অনুরূপ হইবে অর্থাৎ রচনামূলক ৫০ নম্বর ও নৈর্ব্যক্তিক ৫০ নম্বর এবং যেকোনভাবে ৩৩ নম্বর পাইলেই পাস বলিয়া ধরা হইবে। সরকারী ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্ন হইবে টাস্ক-ফোর্স কর্তৃক প্রণীত ৫০০ প্রশ্নের ব্যাংক হইতে। প্রশ্ন হইল : এ বছর বাংলা ও ইংরেজীর বেলায় যেহেতু দ্রুতপঠন বদলানো আছে এবং এ বিষয়গুলির ৫০০ প্রশ্ন সম্বলিত কোন ব্যাংক নাই, এসব বিষয়ের প্রশ্ন হইবে কোথা হইতে? তাহার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা নির্দেশ নাই। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা পড়াইতে ও ছাত্ররা পড়িতে অবশ্যই কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে বাধ্য।

(২) বাংলা ও ইংরেজীর বেলায় আরও যেহেতু দ্রুতপঠন বই-এর সংখ্যা একাধিক সেইহেতু পরীক্ষকগণের পক্ষে উত্তরপত্র দেখা বা মূল্যায়ন করা অসুবিধা হইবে। কারণ একজন পরীক্ষকের পক্ষে একাধিক দ্রুতপঠন বই-এর ধারণা থাকা সম্ভব নয়। ইহাতে আরও একটা অসুবিধা হইল : প্রশ্নপত্রের আকার অনেক বড় হইয়া গিয়াছে এবং প্রশ্নপত্রের ছাপা খরচ বাড়িয়া গিয়াছে যাহার ফলে এ বছর এস, এস, সি পরীক্ষার ফি আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশী টাকা বোর্ডে জমা দিতে হইয়াছে। আমার মতে উক্ত বিষয়গুলির জন্য একটি করিয়া দ্রুতপঠন থাকিলেই ভাল।

(৩) বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত। অপরদিকে বেতন বাবদ যে মঞ্জুরি তাও মাসে মাসে পাইতেছেন না। উক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা ও সরকারী কর্মচারীরা একই বাজারে যায় এবং খরচ করে। সরকারী কর্মচারীদের হাতে মাসের শেষে টাকা থাকে আর বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের হাতে মাসের শেষে টাকা থাকে না। কিন্তু তবু তাহাদের বাজারে যাইতে হয় ও খরচ করিতে হয়। প্রায়ই তাহাদের বাকী খরচ করিতে হয়। সরকারী কর্মচারীদের মত সঠিক সময়ে বকেয়া পরিশোধ তাহারা করিতে পারেন না। আমার মতে যেহেতু গ্রামাঞ্চলের ব্যাংকগুলিতে সরকারের প্রেরিত টাকা পৌঁছাইতে প্রায় এক মাস সময় লাগিয়া যায় সেইহেতু দুইমাস অন্তর অন্তর এককালীন তিন মাসের টাকা ব্যাংকে পাঠাইয়া মাসে মাসে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে টাকা প্রদানের আদেশ দিলে ভাল হয়। তাহাদের ভোগান্তি কিছুটা হইলেও কমিয়া যাইবে।

(৪) বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় পেনশন নাই। চাকুরী শেষে খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়। যাহার ফলে ভাল ভাল ছাত্র শিক্ষকতা পেশায় আসিতে চায় না। এমনকি হাই স্কুলের কোন কোন শিক্ষক হাইস্কুলের শিক্ষকতা ছাড়িয়া প্রাইমারী স্কুলে চাকুরী নিয়া চলিয়া যান। কারণ হাই স্কুলের চাকুরীর শেষে পেনশন নাই এবং চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা নাই। আমার মতে উক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করা হউক অথবা তাহাদের চাকুরী শেষে এককালীন কিছু টাকা দানের ব্যবস্থা করা হউক।

(৫) ৬ষ্ঠ—৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন-ভর্তুকী সঠিক সময়ে ও সঠিক নিয়মে পাওয়া যাইতেছে না। ফলে ছাত্র/ছাত্রী থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক-কর্মচারীরা স্কুলের বেতনটাও পাইতেছেন না। তাহাদের বকেয়া বেতন থাকিয়া যায়। স্কুলের উন্নয়নমূলক কাজও করা যায় না। যেমন ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে স্কুল গৃহ বাড়ানো যায় না। বেঞ্চ, টেবিল ও চেয়ার সময়মত তৈরী করা যায় না। ইহাতে শিক্ষাদানে ভীষণ অসুবিধা দেখা দেয়।

ছাত্রদের বেতন মাসে মাসে বা তিনটি পরীক্ষার সময় আদায় হইয়া যায়। সুতরাং ছাত্রী বেতন ভর্তুকীর টাকাটা মাসে মাসে অথবা তিন পরীক্ষার সময় যাহাতে স্কুল পাইতে পারে সে ব্যবস্থা করা উচিত।

—মোঃ জয়নুল আবেদীন, প্রধান শিক্ষক, মোহাম্মদপুর এ, আর, উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ মোহনপুর বাজার, থানা দেবিদ্বার, কুমিল্লা।